USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

MCHIP Maternal and Child Health Integrated Program

dnet

লালতীরের সহযোগিতায় নির্ভরতা পেল আপনজন

আমারে মাইনষর আরো কান্দত যাওয়ার লাগি আত আউগ্যায় দিসে আপনজন

MAMA Mobile Alliance for Maternal Action

সংখ্যা ৪ | জুলাই - সেপ্টেম্বর | ২০১৩

আপনজন বার্তা

আপনজন মানেই হাসিমুখে
একজন নিরাপদ মা

১ লাখ ৫০ হাজার গ্রাহকের সেবায় নিবেদিত আপনজন

মাঠ পর্যায়ে জরিপ করল
আপনজনের গবেষক দল

যোগাযোগ ক্ষেত্রে কর্মব্যস্ত দিন কাটাচ্ছে আপনজন

অফিস আর কাজের বাইরে
একসাথে কিছুটা সময়

আপনজনের গ্রাহকদের জানতে বাংলাদেশে শান হুয়াং

আপনজন
স্বাস্থ্য হাতের মুঠোয়

আপনজন জিতে নিল এম-বিলিয়নথ এ্যাওয়ার্ড

'এম বিলিয়নথ' একুশ শতককে মুঠোফোনের যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। 'আপনজন' এবারে জিতে নিল এম বিলিয়নথ এ্যাওয়ার্ড- সাউথএশিয়া। আর তাই মুঠোফোন ভিত্তিক যে কোন উদ্যোগকে পরিচিতি দিতেই এই পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করা হয়। মাতৃ ও শিশুমৃত্যুহার কমিয়ে আনতে হাতে নেয়া এই অনন্য উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে এই পুরস্কার আপনজনকে আরও এগিয়ে যাওয়ার পথে সাহস যুগিয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়া কেন্দ্রিক এই উদ্যোগটি মোবাইল ফোন ও তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নয়নমুখী ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়ে আরও সামনে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। এম উইমেন এন্ড চিল্ড্রেন ক্যাটাগরীতে এ বছর ডিনেট'র উদ্যোগ- আপনজনসহ আরো পুরস্কার পেয়েছে ভারতের মাই বেবি ডায়েরী, মোবাইল একাডেমী এন্ড মোবাইল কুঞ্জি ও হেল্পপ্লিজ। গত ১৮ জুলাই ভারতের দিল্লীতে ইরোস ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এই এ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আপনজন পরিবারের হয়ে এম বিলিয়নথ'র পদক ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন ডিনেট'র প্রকল্প পরিচালক সামারুখ আলম। এছাড়াও এম বিলিয়নথ'র আয়োজনে সারাদিনব্যপী বিভিন্ন গণ সংযোগমূলক কার্যক্রমে আপনজন অংশ নেয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে তিনি সাক্ষাৎকার দেয়াকালে, নিজেদের প্রাপ্তিকে কঠোর পরিশ্রমের পর সাফল্য অর্জন হিসেবেই উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে নানাভাবে আপনজনকে বিশ্বের সম্মুখে তুলে ধরা হয়। আপনজনকে উপস্থাপনকালে সামারুখ আলম বলেন, বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক এই স্বাস্থ্যসেবাটি সবার কাছে পৌঁছে দিতে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এ ধরনের স্বীকৃতি কাজে অনুপ্রেরণা যোগায়। বর্হিবিশ্বের সামনে আপনজনের পরিচিতি একটি বিশাল প্রাপ্তি। যা এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাওয়া জাতি আজ খুব সহজেই মোবাইল ফোনকে নিজের জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এই উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। যেখানে মোবাইল ফোন এখন আর শুধু কথা বলার কাজে ব্যবহার হয়না। জীবন বাঁচাতে ডাক্তারের জরুরী পরামর্শ নিতে পারে একজন মোবাইল ব্যবহারকারী।

ফোনে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের অনন্য এই উদ্যোগটি বাংলাদেশসহ পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় আপনজনই প্রথম নিয়ে আসে। এরইমধ্যে আপনজন গ্রাহক সংখ্যা ১,০০,০০০ ছাড়িয়ে গেছে এবং প্রতিদিনই তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সেবাটি গর্ভবতী বা এক বছরের কম বয়সী সন্তানের মা'র জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। আপনজন স্বাস্থ্য সেবাটি যে কোন গ্রাহক মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ফ্রী রেজিস্ট্রেশন করে পেতে পারেন। প্রতি সপ্তাহে দু'টি ক্ষুদে বার্তা বা এসএমএস অথবা ভয়েস মেসেজ পৌঁছে যায় গর্ভকালীন এবং প্রসব পরবর্তী মা'র মোবাইল ফোনে। একবার রেজিস্ট্রেশন করলে প্রতিটি ক্ষুদে বার্তায় দুই টাকার বিনিময়ে গর্ভকালীন পর্যায়ে বা মা ও সন্তান ঠিক যে স্তর তিনি পার করছেন, সে স্তরের স্বাস্থ্য পরামর্শ পেয়ে থাকেন। এছাড়াও সম্প্রতি 'আপনজন কাউন্সেলিং লাইন' সেবাটি গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে সরাসরি ডাক্তারের পরামর্শ নেয়ার সুযোগ। ১৬২২৭ এ ডায়াল করে এখন গর্ভবতী মা বা শিশুর যে কোন স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে দিনের যে কোন সময় ডাক্তারের সাথে আলোচনার সুবিধা পাচ্ছে। তবে সেবাটি পেতে হলে অবশ্যই আগে আপনজনের গ্রাহক হতে হবে।

আপনজনের মোবাইল ফোন স্বাস্থ্য সেবাটি Mobile Alliance for Maternal Action বা MAMA নামক আন্তর্জাতিক উদ্যোগের অংশ। MAMA একটি আন্তর্জাতিক সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যোগভিত্তিক স্বাস্থ্যতথ্য সেবা, যা শুরু করেছে USAID মোবাইল ফোনে গর্ভবতী মা, নবজাতকের মা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আচরণগত পরিবর্তনকামী তথ্য প্রদান করে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। MCHIP বাংলাদেশে MAMA সেবা কার্যক্রমের বিশেষ কিছু উপাদান পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে

এম বিলিয়নথ এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের সাথে আপনজন

www.aponjon.com.bd/sponsor-mother

ডিনেটের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার আওতায় বাংলাদেশে কার্যক্রমটি ২০১২ সালে 'আপনজন' নামে যাত্রা শুরু করে। উদ্যোগটিতে কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখন মোবাইল ফোনের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সেই তুলনায় বিভিন্ন জনপদে যে কোন সময়ে ডাক্তারের সেবা পাওয়ার বিষয়টি ততটা সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি। আপনজন সেবার মাধ্যমে এই মায়েদের কাছেই পৌঁছে যায় গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যতথ্য, যা দিয়ে আপনজন, তার স্লোগানের ভাষায় পৌঁছে দিচ্ছে "স্বাস্থ্য হাতের মুঠোয়"।

লালতীরের সহযোগিতায় নির্ভরতা পেল আপনজন

নারীদের স্বাস্থ্যের কল্যাণে নেয়া একটি উদ্যোগ আপনজন। এই ব্যাপারটিই প্রথম আগ্রহী করে তোলে লালতীরকে। মাল্টিমোড কোম্পানির সিস্টার কনসার্ন লালতীর এর সাথে আপনজনের নির্ভরতার সম্পর্ক দিন দিন আরো অটুট হয়ে উঠছে। নিজেদের মধ্যকার ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সেটি হয়ে উঠে পরস্পরের কাছে আরো স্পষ্ট। আপনজন প্রতিনিধির কাছে দেয়া মাল্টিমোড গ্রুপের সভাপতি নাসরিন এফ. আউয়ালের একান্ত সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশ দিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের আপনজন বার্তার সাক্ষাৎকার বিভাগ।

আপনজনঃ প্রথম কিভাবে জানতে পারলেন আপনজন সম্পর্কে? আর আপনজনের সাথে কাজ করতে কেন আগ্রহ জন্মালো?

নাআঃ বছর তিন চারেক আগে যুক্তরাষ্ট্রীয় দূতাবাসের কিছু অতিথির সাথে কথোপকথনে আমি আমাদের দেশের গ্রামীণ মহিলাদের বাস্তবচিত্র তুলে ধরি। তখন তারা মামা গ্লোবাল সম্পর্কে আমাকে জানায়। আর এদিকে আমরা যেহেতু জন্সন এন্ড জন্সনের সাথে কিছু সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ ইতোমধ্যেই করছি, তাই ব্যাপারটিতে কিছুটা আগ্রহী হয়ে উঠি। মামা গ্লোবাল বাংলাদেশে কাজ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হচ্ছে, এটা আমাদেরকে সেদিন তারা জানান। এভাবেই শুরুটা হলো।

আপনজনঃ লালতীর বিশেষত গ্রামীণ জনগণের সাথে বেশি কাজ করে থাকে। সেসব অঞ্চলে আপনজন আর লালতীর একসাথে। বিষয়টা লোকে কিভাবে দেখছে?

নাআঃ মূলত গ্রামের গৃহস্থালিতে যারা চাষাবাদ করে, এমন মহিলাদের বীজ সরবরাহের ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে নেয় লালতীর। একইসাথে ক্ষুদ্র চাষী থেকে বড় কৃষকের দ্বারপ্রান্তে পৌছাঁতে সক্ষম লালতীর। যেহেতু আপনজনের নাম- পরিচিতি আমাদের ক্যালেন্ডার থেকে শুরু করে প্রেসক্রিপশান লেখার কাগজ সবকিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে, তাই আপনজন সম্পর্কে দেশের প্রান্তিক জনগণ জানতে পারছে। আবার একইসাথে মানুষ এটুকুও বুঝতে পারছে যে, লালতীর শুধুমাত্র বানিজ্যিক উদ্দেশ্যেই কাজ করে না, সামাজিক কল্যাণমূলক কাজেও সহযোগিতা করে, পাশে থাকে। এই বিষয়টাই আমাদের সুসম্পর্ককে আরো অটুট করে তুলছে। সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে আপনজন এক্ষেত্রে আমাদের অনেক সাহায্য করছে।

আপনজনঃ কখনও কেউ কি লালতীরের লোকজনের কাছে আপনজন সম্পর্কে জানতে চেয়েছে?

নাআঃ প্রেসক্রিপশান পেয়ে অনেকেই এটার নিচে আপনজনের লোগো দেখে আমাদের কাছে জানতে চায়, সেবাটি কি বিষয়ক। আর গ্রামের কৃষকের কাছে লালতীরের প্রেসক্রিপশান কিংবা কোম্পানির যে কোন দ্রব্য ভীষণ মূল্যবান। তারা স্বযত্নে সেগুলো আগলে রাখে। যেহেতু, আপনজনের লোগো কম-বেশি প্রতিটা ব্যবহার্য্য সামগ্রীতেই আছে, তাই

আপনজনের সাথে সাক্ষাৎকারের মুহূর্ত

মাল্টিমোড গ্রুপের সভাপতি নাসরিন এফ.আউয়াল

গর্ভবতী এবং নতুন মায়েদের জন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা
মা ও শিশুর আপনজন ১৬ ২২ ৭-এ রেজিস্ট্রেশন

মত বিনিময়

আপনজন সহজেই মানুষের মনযোগ কাড়ে। যে কৃষকটি আজ বিয়ে করেনি, কিন্তু সে আপনজন সম্পর্কে অবগত, কাল সে ঠিকই প্রয়োজন পড়লে আপনজনের খোঁজ বের করতে পারবে, কারণ প্রেসক্রিপশানগুলো তারা কখনই হারিয়ে ফেলেনা।

আপনজনঃ গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্যসেবা দিতে এই পার্টনারশীপ কতোটা ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে?

নাআঃ দেখুন, আমরা সবাই জানি, এখনও আমাদের সমাজের গ্রামের মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই বেশ সুবিধাবঞ্চিত। আর তাই শ্বাশুড়ি কিংবা স্বামীর কাছে নিজের শারীরিক সমস্যার কথা খোলাখুলিভাবে বলতে পারেনা। আপনজন যেহেতু তার গ্রাহকদের ডাক্তারের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছে, যা এক কথায় প্রশংসনীয়। যেহেতু এরইমধ্যে লালতীর বাংলাদেশের বেশ প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করছে, তাই আপনজন লালতীরের মাধ্যমে সেসব অঞ্চলে অনেক সহজেই পরিচিতি লাভ করেছে। যা আপনজনের অনেক কাজ সহজ করে দিয়েছে।

আপনজনঃ আপনজন অনেক দূর এগিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর। আপনজন আশাবাদী লালতীরকে ভবিষ্যতের পথগুলোতেও একসাথে পাবে। লালতীর-আপনজনের এই পাশাপাশি পথ চলাকে ভবিষ্যতে কিভাবে দেখতে চান?

নাআঃ বাংলাদেশের শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমে এসেছে ইতোমধ্যেই। তা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে আপনজন ও লালতীর একসাথে সফলভাবে কাজ করে যাবে। লালতীরের সাথে আপনজনের নামটি ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে থেকে যেন সমাজে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে, এটাই এখন স্বপ্ন। একজন সচেতন মা একটি সচেতন জাতি গঠনে সক্ষম হবে। ১৬২২৭ শুধু স্বাস্থ্যসেবা পাবার নম্বর, তা কিন্তু নয়। আপনজন স্বাস্থ্য পরামর্শ একজন মায়ের গর্ভবতীকালীন সময়ে কিছু বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে, যা পরবর্তী সময়ে সেই মহিলার নিয়মিত অভ্যাসে একটি বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসবে। এটা গ্রামীণ নারীদের জন্য তদুপরি পুরো সমাজের জন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। আপনজন-ও লালতীর যৌথভাবে লম্বা সেই পথ পাড়ি দিবে।

আপনজনঃ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনজনের সাথে এতোক্ষণ আপনার ভাবনা ভাগাভাগি করে নিলেন।

নাআঃ আপনাকেও বিশেষ ধন্যবাদ। আপনজনের সাফল্য কামনা করি।

আমারে মাইনষর আরো কান্দত যাওয়ার লাগি আত আউগ্যায় দিসে আপনজন

এতো তাড়াহুড়া করো ক্যান? এ অবস্থায় একটু ধীরেসুস্থে, সাবধানে। বাড়ির উঠোনে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বাড়ির বৌমাকে শ্বাশুড়ির দেয়া

উপদেশ শুনেই যেন মনটা ভরে গেল, যা সচরাচর গ্রামে দেখা যায়না- বললেন, হবিগঞ্জের কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী শেফালী রাণী দাস। তিনি বানিয়াচং ইউনিয়নে প্রায় একবছর ধরে আপনজনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। মূলত সেভ দ্যা চিলড্রেনের মামণি প্রকল্পের স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে চাকুরীরত আছেন। এ পর্যন্ত তিনি ৯৪ জনকে আপনজনের গ্রাহক হতে সাহায্য করেছেন। শেফালী বলেন, এ এক অন্য ধরনের প্রভাব রাখছে গ্রামীণ মায়েদের জীবনে। যারা আগে খুব বেশি সচেতন ছিলেন না নিজেদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে, তারাও এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনজনের ডাক্তার আপাকে নির্ভরযোগ্য ভাবতে শুরু করেছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পেরেছে। অনেকেই আগের থেকে বেশি আগ্রহের সাথে বাচ্চা ও নিজেদের স্বাস্থ্য ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে প্রশ্ন করে। হবিগঞ্জের মতো একটা জায়গায়, যেখানে রক্ষণশীল পরিবারের সংখ্যাই বেশি, সেখানে আজকাল স্বামী ও শ্বাশুড়ীদেরও স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ নিয়ে বেশ আগ্রহী হতে দেখা যায়। প্রথমদিকে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও এখন তা নেই বললেই চলে। আপনজন মানুষের সান্নিধ্যে যেতে শেফালীকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। উচ্ছ্বসিত শেফালী স্থানীয় ভাষায় তাই বলে উঠলেন আমারে মাইনষর আরো কান্দত যাওয়ার লাগি আত আউগ্যায় দিসে আপনজন।

যোগাযোগ ক্ষেত্রে কর্মব্যস্ত দিন কাটাচ্ছে আপনজন

আপনজনের সেবা পৌঁছে যাবে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তরে, এই প্রতিশ্রুতিতে প্রচারণামূলক কাজে ব্যস্ত দিন গেল আপনজন দলের। সেপ্টেম্বর মাসে নতুন বিজ্ঞাপন চিত্রায়নের করেছে ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জে। এক ঝাঁক শিশু আর গ্রামীণ নারীদের দূর্দান্ত অভিনয় ও সামাজিক জীবনে আপনজনের স্বাস্থ্য পরামর্শের প্রয়োজনীয়তার কথা

বিজ্ঞাপনের শুটিং-এ কর্মব্যস্ত আপনজন দল

www.aponjon.com.bd/sponsor-mother

জানানো হয়েছে। একটি গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের উপর নির্মিত গল্পনির্ভর বিজ্ঞাপন নিয়ে টিভি দর্শকদের সামনে আসতে যাচ্ছে আপনজন। বহুমুখী যোগাযোগ ক্ষেত্রে উপস্থিতির জন্য একই সময়ে বিলবোর্ড, প্ল্যাকার্ডেও আপনজনকে খুঁজে পাওয়া যাবে। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় টেলিভিশন বিটিভি ছাড়াও এটিএন বাংলা, মাইটিভিতে অক্টোবর মাস থেকে এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হবে। একইসাথে নিজস্ব ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতেও বিজ্ঞাপনটি পাওয়া যাবে। মানুষের আরো কাছে যাবার ইচ্ছাটাই প্রচারণার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলেছে আপনজনকে।

মাঠ পর্যায়ে জরিপ করল আপনজনের গবেষক দল

আপনজনের গ্রাহকের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সেইসাথে আপনজনের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য পুরো বাংলাদেশের ৮টি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে একটি জরিপ সম্পন্ন করেছে আপনজন দল। ফরম্যাটিভ রিসার্চ এর আওতায় চলমান এই গবেষণার জরিপ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য জানতে আপনজন কাজ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আর সেখান থেকেই উঠে আসে নানা ধরনের কেস স্টাডি। আপনজনের পরামর্শ শুনেই অনেকে জানতে পেরেছে ছোট শিশুকে বেশিক্ষণ ভেজা কাপড়ের সংস্পর্শে রাখা ঠিক না, আবার নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাসটিও কেউ ঠিকমত পালন করেনা যা ডাক্তার আপার মুখে শুনে বেশ গুরুত্বের সাথেই গ্রহণ করছে। এ ধরনের অভ্যাসগত পরিবর্তনে আপনজনের প্রভাব গবেষণায় উল্লেখজনকভাবে উঠে এসেছে বলেই জানালেন গবেষণা বিভাগের দায়িত্বরত মাফরুহা আলম। তিনি বলেন, গবেষকরা দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবারে, যেখানে এখনও বেশ রক্ষণশীল রীতি নীতি মানা হয়, সেখানেও আপনজন সেবা

গবেষক দল মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত

গ্রহণের ব্যাপারে নারীদের আগ্রহ দেখেছেন, যা একধরনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আরোও লক্ষ্য করা যায়, যখন একজন আপনজন গ্রাহক কণ্ঠবার্তা শুনে, তখন আশেপাশের বাড়ি থেকেও অন্যান্য গর্ভবতী মহিলারা কিংবা মা'রা এসে তা শুনতে চায়। এবং গুরুত্ব সহকারে তা নিজ জীবনেও পালন করে। এমনকি বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও তখন তার স্বাস্থ্যের দিকে ঠিকভাবে নজর দেয়।

আপনজন মানেই হাসিমুখে একজন নিরাপদ মা

আপনজন এমন একটা সেবা দেয়, যেটা পেতে প্রতিটা ক্ষুদে বার্তায় ২ টাকা ৩০ পয়সা খরচ করতেও তাদের কোন ধরনের কার্পণ্য নেই। সবাই বলে যে, অনেকভাবেই তো দুই-চার টাকা খরচ হয়, আর তা যদি স্বাস্থ্যসেবার জন্য হয়, তবে ক্ষতি কি? বললেন সেলিনা। পুরো নাম সেলিনা পারভীন। থাকেন রাজশাহীতে। তিনি আপনজনের একজন ব্র্যান্ড প্রমোটার। আপনজনের জন্য কাজ করার অভিজ্ঞতা আর সেইসাথে মানুষের মাঝে আপনজনের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারটি তিনি এভাবেই প্রকাশ করলেন।

একটু মফস্বল কিংবা গ্রামের দিকে গেলেই সন্তান সম্ভবা মা-দের দেখা যায়, সংসারের নানা কাজ নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে। নিজেদের শরীরের দিকে খেয়াল রাখতে পারেনা। এমনকি মাঝে মাঝে বাচ্চাদের টীকা দিতে নিয়ে যাওয়ার নির্দিষ্ট দিনটাও ভুলে যান অনেকে। সেক্ষেত্রে আপনজনের কণ্ঠবার্তা অনেক সাহায্য করে। আর স্বাস্থ্যতথ্যগুলো ভালো ভালো কথা বলে, তাই সেগুলো বেশ গুরুত্বের সাথে নেয় আপনজন গ্রাহক শান্তি হবেনা। বললেন সেলিনা। নিয়মিত উপকার পাচ্ছেন বলে আশেপাশের প্রতিবেশিদেরও গ্রাহকরা আপনজন সেবার কথা বলে থাকেন। আর তাই মুখে মুখেই আপনজন ছড়িয়ে পড়ছে অনেক দূর।

আপনজনের গ্রাহকদের জানতে বাংলাদেশে শান হুয়াং

আমার প্রথম সন্তান আসার আগে আমি আপনজনের গ্রাহক ছিলাম। আগামীতে মা হইলেও আমি আপনজনের সেবা নিতে চাই। লাকির এই কথা সাধারণ মানুষের কাছে আপনজনের গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। এমন ইতিবাচক সাড়া দেখতে পেয়ে আপনজনকে আরো সামনে এগিয়ে যাবার কথা বললেন ক্যাম্বোডিয়া থেকে ঘুরতে আসা শান হুয়াং। তিনি কর্মরত আছেন পিপলস ইন নীড (পিআইএন)-র রিলিফ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের স্বাস্থ্য প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে। শান হুয়াং ক্যাম্বোডিয়ায় এমন ধরনের একটি সেবা চালু করার ভাবনা থেকেই বাংলাদেশে আসেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার মিরপুরের ভাষাণটেকের আপনজন গ্রাহকদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান তিনি। ব্র্যাকের স্বাস্থ্যকর্মী পারভীনের সাথে আপনজন দল শানকে নিয়ে গ্রাহকদের বাসায় যায়। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের

গর্ভবতী এবং নতুন মায়েদের জন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা
মা ও শিশুর আপনজন ১৬ ২২ ৭-এ রেজিস্ট্রেশন

এমন একটি অভিনব ভাবনাকে কেমনভাবে দেখছে, শানের এমন প্রশ্নের জবাবে লাকি, জ্যোৎস্না সহ আরও গ্রাহকেরা বলেন, মোবাইল ফোন আসাতে জীবন তো এমনিতেই অনেক সহজ হয়ে গেছে, আর আপনজনের এই স্বাস্থ্য পরামর্শ সেবা বিভিন্ন বিষয়ে অনেক ভালোভাবে পথ প্রদর্শন করে। আপনজনের গ্রহণযোগ্যতা দেখে ভীষণ আশাবাদী হয়ে দেশে ফেরেন শান।

আপনজন গ্রাহক ও স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে শান হুয়াং

১ লাখ ৫০ হাজার গ্রাহকের সেবায় নিবেদিত আপনজন

কাউন্ট ডাউন চলছে। টান টান উত্তেজনা! যেন ক্রিকেটের মাঠে সাকিব আল- হাসানের সেঞ্চুরি হতে যাচ্ছে। হঠাৎ পুরো অফিস কাঁপিয়ে সবাই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গ্রাহকের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলো আপনজনের। এই মাইলফলক অর্জনের সাফল্যে মেতে ওঠে আপনজন দল। ২০১৩-র সেপ্টেম্বর মাসে এই মাইলফলক অর্জনে সক্ষম হয় আপনজন। ১ লক্ষ গ্রাহকের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর মাত্র এক মাসের ব্যবধানেই এই সফলতার দেখা পেল আপনজন। দ্রুতই আপন হয়ে উঠছে আপনজন। তবে, আরো অনেক পথ চলার স্বপ্নে এটিকে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবেই নিয়েছে আপনজনের কর্মীরা। হাঁটি হাঁটি করে এক বছর পার হলেও উদ্যমী এই দলটি আরো বহুকাল এভাবেই স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যেতে চায়। বাংলাদেশে মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার মতো একটি মহৎ উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতে বদ্ধ পরিকর। আগামীতে দেশের প্রত্যেকটা দ্বারে দ্বারে পৌঁছে, গর্ভবতী ও নতুন মায়েদের নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা হিসেবে আপন হতে চায় আপনজন।

অফিস আর কাজের বাইরে একসাথে কিছুটা সময়

গলা ছেড়ে গান, কিংবা চা বাগানের সবুজে মিলিয়ে যাওয়া- যেটাই হোক না কেন, কাজের বাইরে নিজেদের সাথে দু-দন্ড সময় কাটানোর সুযোগ কজনই বা পায়! আর সে উদ্দেশ্যেই আপনজনের পুরো দল চলে গেল মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের চা-বাগানে। সম্পূর্ণ দুদিনের পুরোটাতেই, অফিস ফাইল কিংবা কম্পিউটারের কর্মমুখর ব্যস্ততা ঘুচিয়ে

www.aponjon.com.bd/sponsor-mother

কাজের বাইরে একসাথে আপনজন দল

সবাই মেতে রইল নিজেদের আগামীর স্বপ্ন রচনায়। পরবর্তী বছরকে কিভাবে দেখছে আপনজন, সাধারণ মানুষের আরো কাছাকাছি যাওয়ার জন্য কি কি করা যায়, তাও সাজিয়ে ফেলল একরকম। আর তাছাড়া ঘুরাঘুরি, আড্ডা তো ছিলই পুরোটা আয়োজন জুড়ে। প্রাকৃতিক পরিবেশে হাসি আর আনন্দ, খেলাধূলা আর গান নতুন উদ্যোমে কাজ করার শক্তি যোগায়, এই ভাবনা থেকেই এ ধরনের একটি পরিকল্পনা করে আপনজন দল। আর তাই যেই ভাবা সেই কাজ!

গর্ভবতী এবং নতুন মায়েদের জন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা

মা ও শিশুর আপনজন ১৬ ২২ ৭-এ রেজিস্ট্রেশন

Global Partners

National Partner

Ministrey of Health & Family Welfare

Outreach Partners

Corporate Founding Partner

Corporate Partner

Retail Partner

Implementing Agency

আপনজন বার্তা'র তথ্যাদি সরবরাহে সহায়তা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সহযোগিতায় গঠিত ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি), জি এইচ এস এ- ০০-০৮-০০০০২-০০/১২-এসবিএ-০০২ এর শর্তাবলীর অধীনে। এই নিউজলেটারে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে ইউএসএআইডি বা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মতের মিল নাও থাকতে পারে।